INTERNATIONAL JOURNAL OF DIVERSE DISCOURSES
ISSN : 3006-449X

Published by: Centre for Academic Research and Development

An Open Access, Widely Indexed, Peer Reviewed Referred Journal
Vol. 3 No. 1, June, 2026

The Khutbahs of the Umayyad Caliphs: Thematic Diversity and Rhetorical Aesthetics
[উমাইয়া খলিফাদের খুতবাহ: বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ]

Zahidul Islam [1*]
[1]Lecturer, Department of Arabic, University of Rajshahi, Bangladesh.
Corresponding Author: *Zahidul Islam, zahidiu35@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Keywords: Khutbah, Umayyad Caliphs, Thematic Diversity, Rhetorical Aesthetics, Arabic Rhetoric.

Received: 13.03.2026
Revised: 16.06.2026
Accepted: 25.06.2026

©2023 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

CC BY

A B S T R A C T

This study critically examines the khutbahs of Umayyad Caliphs, focusing on their thematic diversity and rhetorical aesthetics within the intellectual and political landscape of early Islam. During this formative period, khutbahs transcended their conventional role as religious sermons and emerged as dynamic discursive media through which theological principles, political authority, and social order were articulated. This study addresses the central question of how thematic multiplicity and rhetorical construction operate within Umayyah khutbahs. It aims to map their thematic range while analyzing the linguistic and stylistic strategies that underpin their persuasive force and historical significance. Employing a qualitative descriptive-analytical framework, the research draws on representative khutbah texts preserved in early Islamic sources, alongside classical works on Arabic rhetoric (balāghah). These materials are examined through close textual and contextual analysis. The findings indicate that khutbah engages a wide spectrum of themes, including tawḥid, ethical discipline, political legitimacy, and communal responsibility, while also functioning as instruments for consolidating authority and addressing dissent. Their rhetorical effectiveness is marked by the use of saj (rhymed prose), parallelism, intertextual Quranic and Prophetic references, and affective language. This study concludes that Umayyah khutbah represents a refined tradition of Islamic oratory, offering valuable insights into the development of religious and political discourse in early Islamic civilization.

ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে খুতবাহ মূলত ধর্মীয় উপদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর খুতবাহসমূহে নৈতিকতা, ঈমান এবং আখিরাতের আলোচনা প্রধান ছিল। কিন্তু উমাইয়া যুগে এই কাঠামো পরিবর্তিত হয়। উমাইয়া শাসনব্যবস্থায় খুতবাহ তিনটি প্রধান স্তরে বিভক্ত হয়। ধর্মীয় স্তর এই স্তরে তাওহীদ, তাকওয়া এবং আখিরাতের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজনৈতিক স্তর এখানে শাসকের বৈধতা, রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশাসনিক স্তর এই স্তরে করনীতি, বিচারব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই তিন স্তরের সমন্বয়ে খুতবাহ একটি বহুমাত্রিক যোগাযোগ কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়। উমাইয়া যুগে খুতবাহ ছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বৈধতা প্রদানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। খলিফার নাম খুতবাহতে উল্লেখ করা রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রতীক ছিল। উমাইয়া যুগে আরবী সাহিত্যের যে শাখাগুলির চর্চা সবচাইতে বেশী হয়েছিল বাগ্মিতা সাহিত্য সেগুলির মধ্যে অন্যতম। ধর্মীয় ও দার্শনিক বিভিন্ন উপদলের উদ্ভব, রাজনৈতিক সংঘাত, আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কারণে এ যুগেই বাগ্মিতার চরম উন্নতি এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এটি খিতাবাহ সাহিত্যের সোনালী যুগ হিসেবে পরিচিত উমাইয়া যুগে বাগ্মীতা একটি শিল্পে পরিণত হয়। উমাইয়া খুতবার বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ নিয়ে গবেষণা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তা, ভাষাশৈলী এবং রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাথমিক রূপ উন্মোচন করে। ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তার প্রাথমিক উৎস বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা উমাইয়া খুতবা ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তার (Islamic Political Thought) একটি প্রাথমিক রূপ হিসেবে কাজ করে। এখানে ধর্মীয় ভাষ্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা একে অপরের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। উমাইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সবসময় সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত ছিল। উমাইয়া খুতবাহ এই সম্পর্কের বাস্তব প্রয়োগ হিসেবে কাজ করেছে। এই কারণে উমাইয়া খুতবাহ গবেষণা করা মানে ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তার উৎপত্তি বিশ্লেষণ করা। আরবি অলংকারশাস্ত্র (Balagha) বোঝার জন্য উমাইয়া খুতবাহ প্রয়োজনীয়তা অনেক। ভাষা ও সাহিত্যিক বিকাশ বিশ্লেষণ উমাইয়া খুতবাহ আরবি গদ্য সাহিত্যের (Arabic Prose Literature) বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি পরবর্তী আব্বাসীয় যুগের সাহিত্যিক উৎকর্ষের ভিত্তি তৈরি করে। তাই সাহিত্য ইতিহাস বোঝার জন্য খুতবাহ গবেষণা অপরিহার্য।

উমাইয়া যুগের পরিচয়, পরিধি ও বিস্তৃতি

সিরিয়া কেন্দ্রিক উমাইয়া বংশের শাসনকালকে উমাইয়া যুগ বলে। ৪০ হিজরী ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে খলীফা হিসেবে মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ানের বায়'আত গ্রহণের দিন থেকে এ খিলাফতের সূচনা হয় এবং ১৩২ হিজরী ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে সর্বশেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের হত্যার মাধ্যমে উমাইয়া খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। যা প্রায় নব্বই বছর কালব্যাপী স্থায়ী হয়। এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী যারা শাসনকার্য পরিচালনা করেন তারা দু'টি শাখায় বিভক্ত ছিল। একটি সুফয়ানী অপরটি মারওয়ানী। সুফয়ানী শাখা থেকে তিনজন ও মারওয়ানী শাখায় দশজন মোট তেরজন খলীফা খিলাফত পরিচালন করেন। তখন উমাইয়া খিলাফতের সীমানা পশ্চিমে স্পেন ও ফ্রান্স, পূর্বে চীন ও সিন্ধু, উত্তরে উরাল সাগর এবং দক্ষিণে 'আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[1] মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা 'আলী (রা.) এর ইন্তিকালের পর ইরাকের অধিবাসীরা তাঁর বড় ছেলে হাসান (রা.) কে খলীফা বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু মু'আবিয়া (রা.) এটিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। ফলে হাসান (রা.) এর বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা

করেন এবং হাসান (রা.) এর বাহিনী পরাজিত হন। এ সময় মু'আবিয়া (রা.) কৌশলে ৫/৬ মাসের মধ্যে হাসান (রা.) কে আজীবন পঞ্চাশ লক্ষ দিরহামসহ পারস্যের একটি জেলার রাজস্ব দেয়ার লিখিত অঙ্গীকার পত্র দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পদত্যাগ পত্র আদায় করেন এবং নিজেকে খলীফা বলে ঘোষণা দেন।[2] পরবর্তী বিশ বছর যাবত তিনি খিলাফতের শাসন কাজ পরিচালনা করেন। এ সময় ইসলামী খিলাফতের উপর বানু উমাইয়াদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খিলাফত বংশীয় উত্তরাধিকারে পরিণত হয়। তিনি প্রায়ই বলতেন I am the first of the kings. (আমি মুসলমানদের প্রথম বাদশাহ)।[3]

মু'আবিয়া (রা.) ক্ষমতার লোভে হাসান (রা.) এর সাথে লিখিত সকল শর্ত ভঙ্গ করেন। তাঁর স্বীয় শাসন ক্ষমতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে পুত্র য়াযীদকে খিলাফতের পরবর্তী খলীফা হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে ইসলামী গণতন্ত্রকে হত্যা করেন এবং বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। ৬০ হিজরী মোতাবেক ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে মু'আবিয়ার (রা.) মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র য়াযীদ উমাইয়া খিলাফতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সবাইকে তাঁর আনুগত্যের বাই'আত গ্রহণের আহবান জানান। অল্প কিছু সংখ্যক ব্যতীত সবাই তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। যারা বায়'আত গ্রহণ করেননি তাদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) ও ইমাম হুসায়ন (রা.) অন্যতম। 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা.) এর অধীনে গোটা হিজাযসহ ইরাকের কিছু অংশ থাকায় য়াযীদ তাঁর রাজ্যে একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে য়াযীদ তাদের সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন এবং কারবালার প্রান্তরের মতো নির্মম ঘটনাও সংগঠিত হয়।[4]

৬৩ হিজরীতে য়াযীদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মু'আবিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক, দর্বল ও রোগগ্রস্থ ব্যক্তি। মাত্র তিন মাসের মত খলীফার পদে আসীন থাকার পর মৃত্যুবরণ করেন। উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে মু'আবিয়া ইবন য়াযীদ একমাত্র ব্যক্তি যিনি কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। ফলে বানু উমাইয়াদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মারওয়ান ইবন আল হাকাম তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও নানা রকম ছল-চাতুরী বলে ক্ষমতা দখল করেন।[5] তিনি 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং বিজয়ী হন। খিলাফত স্থায়ী করণের লক্ষ্যে পুত্র 'আবদুল মালিক ও 'আবদুল আযীযকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। মারওয়ান ইবন আল-হাকাম নয় মাস খিলাফত পরিচালনা করে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর 'আব্দুল মালিক ৬৫ হিজরীতে ক্ষমতার মসনদে আসীন হন এবং একটানা একুশ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। তিনি অসাধারণ যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে উমাইয়া রাজবংশকে উন্নতির চরম শিখরে সমাসীন করেন। তাইতো ইতিহাসে তাকে Father of the kings বলা হয়। তাঁর সেনাপতি হাজ্জাজ ইবন যুসুফ আস-সাকাফী 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়রকে পরাজিত ও হত্যা করে গোটা হিজাযবাসীর নিকট থেকে 'আব্দুল মালিকের জন্যে বায়'আত আদায় করেন।[6]

'আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আল-ওয়ালীদ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দশ বছর শাসন পরিচালনা করেন। তাঁর সময়ে মরক্কো ও স্পেন বিজয় লাভ করে। তিনি উমাইয়া খিলাফতের ভিত্তিকে আরো সুদৃঢ় করেন। এরপর ৯৯ হিজরীতে 'উমার ইবন 'আবিদল 'আযীয মুসলিম জাহানের খলীফা নির্বাচিত হন। 'উমার ইবন 'আবিদল 'আযীয খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করে আল-খুলাফাউর রাশিদূনের পদ্ধতিতে রাজ্য পরিচালনা করেন। উমাইয়া শাসকদের সকল বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও পক্ষপাতিত্বের অবসান ঘটিয়ে ন্যায় পরায়ন ও উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 'উমার ইবন 'আব্দিল 'আযীযের মৃত্যুর পর ১০১ হিজরীতে য়াযীদ ইবন 'আব্দিল মালিক ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর 'আব্দুল

মালিকের চতুর্থ পুত্র তাঁর ভ্রাতা হিশাম এক সংকটময় মুহূর্তে ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন রাজ্য জুড়ে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে খারিজীদের বিদ্রোহ অন্যদিকে রোমান বার্বারদের বর্বোচিত হুমকি রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলার উপর দারুণভাবে প্রভাব ফেলে। খলীফা হিশাম সকল বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা শান্তিপূর্ণভাবে দমন করে উমাইয়া শাসনকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। এজন্য ঐতিহাসিকগণ খলীফা হিশামকে উমাইয়া বংশের শেষ গৌরব বলে অভিহিত করেন। সর্বশেষ খলীফা দ্বিতীয় মারওয়ান ইবন মুহাম্মাদের হত্যার মাধ্যমে উমাইয়া শাসনের স্বর্ণযুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ খিলাফতের সর্বমোট সময়কাল চন্দ্র মাস হিসেবে ৯১ বছর ৯ মাস। সুফয়ানী শাখার তিনজন ও মারওয়ানী শাখার দশজন, মোট তেরোজন খলীফা খিলাফত পরিচালনা করেন।[7] দেশের সীমা ছিল পশ্চিমে স্পেন ও ফ্রান্স, পূর্বে চীন ও সিন্ধু, উত্তরে উরাল সাগর এবং দক্ষিণে 'আরব সাগর।[8]

খুতবার আভিধানিক পরিচিতি

আল খিতাবা ও আল খুতবা দু'টি আরবী শব্দ। আরবী বর্ণামালার (Kha-T -B) এই তিনটি বর্ণ শব্দদু'টির মূল ধাতু। Al-khitabah শব্দটি Al-khiṭab এর স্ত্রী লিঙ্গ এবং Yukhāṭibu- Khāṭaba এর ক্রিয়ামূল। অর্থ কথা বলা,[9] বাণী, বক্তৃতা, উপদেশ, বাগ্মিতা, ভাষণ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে কথা বলা, যেখানে একজন হবে বক্তা ও অন্যরা শ্রোতা[10]। যেমন আরবরা বলে থাকে[11] Khitabah, Mukhatabah and Wa-khitabah সে তাকে একটি কথা বলেছে।' কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির সাথে যে কথাটি বলে, Al-khiṭab দ্বারা তাই বুঝায়। আল কুরআনে একাধিক স্থানে শব্দটি এ অর্থে এসেছে যেমন:[12] None shall have power to argue with him 'আল্লাহর সাথে কথা বলার অধিকার তারা রাখেনা।' অন্য এক স্থানে এসেছে:[13] Faṣlul khiṭab এমন সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথা যা অতি স্পষ্ট। কাউকে বললে সে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে এবং কোন কিছুই অস্পষ্ট থাকে না।[14] এখানেও Al-khiṭab দ্বারা কথা বুঝানো হয়েছে। কুদামা ইবন জা'ফার (৩৩৭ হি / খ্রি. ৯৫৮) বলেন: Al-khitabah শব্দটির উদ্ভব হয়েছে Khatabtu, Akhtabu, Khitabah থেকে। যেমন বলা হয়ে থাকে katabtu, Aktabtu, Kitabun। শব্দটি Alkhatabu মূল থেকে এসেছে। যার অর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঘটনা, অবস্থা ও ব্যাপার। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ঘটনাবলী ইত্যাদি ক্ষেত্রে খুতবা দান করা হয়, এ কারণে তা খুতবা নামে অভিহিত হয়েছে। আর এর কর্তৃবাচক বিশেষ্য Khatib। আর খুতবাদানের যোগ্যতা সম্পন্ন কারো স্বভাবজাত গুণ বুঝানোর জন্য বলা হয় Khatib (খতীব)। শুধু তাকেই Khatib বলা হয় যার ভিতর খুতবা দানের যোগ্যতা তার অন্যান্য গুণকে ডিঙ্গিয়ে যায় এবং এটা তার একটি আর্ট বা শিল্পে পরিণত হয়।[15] বাংলায় যাকে বলা হয় বাগ্মী বা বক্তা, আরবীতে তাকেই বলা হয় Al khatib (আল-খাতীব)।

Khuṭbah হলো- ক্রিয়ামূলের একবচন। যেমন: Al qiyām থেকে Al-qawmah, Aḍ-ḍarb থেকে Aḍ-ḍarbah. আর এর বহুবচন Khuṭabun. যেমন: jam' ও Jumu'ah ।আরবরা বলে থাকে: The preacher delivered a sermon from the pulpit; he speaks eloquently and delivers sermons. খতীব যা বলেন, তার নাম খুতবা।

খুতবার পারিভাষিক পরিচিতি

পারিভাষিক অর্থে আল-খিতাবা একটি শাস্ত্রের নাম এবং সেই শাস্ত্র অবলম্বনে যে কথা বলা হয় তাই আল-খুতবা। বাংলায় আমরা যাকে বক্তৃতা, ভাষণ ও অভিভাষণ বলি 'আরবীতে তাকে বলে আল-খুতবা। অনেকে বলেছেন, আল-খিতাবা আল-খুতবা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আল-খুতবা হলো:[16]

It is prose speech—rhymed, paired, or free in style—intended to influence and persuade. সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যের শাখাগুলি থেকে পৃথক করে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করতে পারে আল-খিতাবার এমন পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যাপারে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। এখনে কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো:

১. It is inner speech directed toward others for the purpose of conveying understanding.[17]

'আল-খিতাবা অভ্যন্তরস্থ এমন কথা যা অন্যকে বুঝানোর জন্যে বলা হয়।'

২. আল-খিতাবা হলো খতীবের এমন এক প্রবল শক্তি যা দ্বারা তিনি শ্রোতাদের মন-মানস প্রভাবিত করেন, তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি তাদেরকে উৎসাহিত করে তোলেন এবং তাদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে নানা ভাবে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করে থাকেন।[18]

এ সংজ্ঞা অনুযায়ী খিতাবা মানুষের একটি স্বভাবজাত ক্ষমতার নাম। যা দ্বারা শ্রোতার মন-মানস প্রভাবিত করা এবং তাকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার বোধ ও অনুভূতিকে সম্বোধন করা হয়। যাতে শ্রোতা খতীবের মতামতের প্রতি আস্থাবান হয়ে পূর্ণরূপে তা মেনে নেয়।

৩. ড. আহমাদ মুহাম্মাদ আল-হুফী সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:[19]

It is the art of addressing the audience, persuading them, and winning their favor.

'আল-খিতাবা হলো জনতার মুখোমুখি কথা বলা এবং তাদেরকে প্রভাবিত ও মুগ্ধ করার একটি শাস্ত্রের নাম।'

আর ড. নাকূলা ফায়্যাদ সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে:[20]

Oratory is a form of speech intended to create an effect through both hearing and sight together.

'আল-খিতাবা এক ধরনের কথা, যার উদ্দেশ্য হলো, একই সাথে শোনা ও দেখার পদ্ধতিতে প্রভাব ফেলা।'

৪. অনেকে আল-খিতাবার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে:[21]

Oratory is an art of speech, a branch of prose, and one of its artistic forms, directed to the masses with the aim of persuasion and influence.

'আল-খিতাবা হচ্ছে কথাশিল্পের একটি শাখা, গদ্য শিল্পের একটি শ্রেণী যা জনগণকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করণের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে বিশেষ ভাবে প্রযুক্ত।'

খুতবার ধরণ ও প্রকৃতি

উমাইয়া খলীফাগণ, তাঁদের ওয়ালী ও অনুসারীগণের নামে বর্ণিত খুতবাসমূহ পর্যালোচনা করলে মোটামুটি তিন ধরণের খুতবা পাওয়া যায়। অতি দীর্ঘ, মধ্যম ধরণের এবং অতি সংক্ষিপ্ত। মু'আবিয়া ইবন আবী সূফয়ানের (রা) দরবারে প্রদত্ত সাহবান ইবন ওয়াইলের খুতবাটি ছিল মাত্রা ছাড়া দীর্ঘ। 'ইরাকবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হাজ্জাজের খুতবাটিও একটু দীর্ঘ খুতবা। উমাইয়া খলীফাগণ এবং তাঁদের নিয়োগকৃত বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালীগণ জুমু'আ, 'ঈদ ও হজ্জ উপলক্ষ্যে যে সব খুতবা দিতেন তাতে রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করতেন এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীদের তীব্র সমালোচনা করে

শ্রোতাদের নিকট তাদেরকে তুচ্ছ ও হেয় করে তুলতেন। এতে অনেক সময় তাঁদের খুতবা খুবই দীর্ঘ হয়ে যেত। অনেক সময় তা এত দীর্ঘ হতো যে, জুমু'আর খুতবা হয়তো কেউ দিতে শুরু করেছেন কিন্তু 'আসরের নামাযের সময় হবার উপক্রম হয়েছে, তবুও তা শেষ হয়নি। আবার কেউ হয়তো 'আসরের সময় খুতবা দিতে শুরু করে সূর্য ডোবার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত দীর্ঘ করেছেন। তাই জনগণ বিরক্ত হয়ে জুমু'আর নামাযে দেরীতে যেত এবং 'ঈদের নামায শেষ করেই খুতবা না শুনে দ্রুত 'ইদগাহ ত্যাগ করতো। মারওয়ান ইবন আল-হাকাম যখন মদীনার আমীর তখন মানুষ যাতে খুতবা শুনতে বাধ্য হয় সে জন্যে 'ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁকে বলা হলো: আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পদ্ধতি পরিবর্তন করছেন। জবাবে তিনি বললেন:

> The people would not remain seated for us after the prayer, so I made it before the prayer.
>
> নামাযের পরে মানুষ আমাদের কথা শোনার জন্যে বসে না। এ কারণে আমি খুতবা নামাযের পূর্বে নিয়ে এসেছি।

এ ধারা অব্যাহত থাকে। অবশেষে আবূ মুসিলম আল-খুরাসানী তাঁর দা'ওয়াতী কার্যক্রম শুরু করেন এবং সুলায়মান ইবন কুসায়্যিরকে তার অনুসারীদের নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নামায আদায় করতেন সে ভাবে আদায় করার নির্দেশ দেন।

জুমু'আর খুতবা হাজ্জাজ এত দীর্ঘ করতেন যে, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যেত। শ্রোতারা যখন বিরক্ত হয়ে বার বার সূর্যের দিকে তাকাতো তখন তিনি তাদেরকে ধমক দিতেন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁর ওয়া'আজ না শোনার জন্যে তিরস্কার করতেন। হাসান আল-বাসরী হাজ্জাজের এরূপ আচরণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করতেন। একবার তিনি এক ভাষণে হাজ্জাজ সম্পর্কে বলেন:[22]

> "How astonishing! A short, dim-sighted little man came and tempted us away from our religion. He climbs the pulpit and delivers a sermon while the people keep glancing toward the sun. Then he says: 'Why are you looking toward the sun? By God, we do not pray to the sun; rather, we pray to the Lord of the sun.' Why do they not say to him: 'O enemy of God! Indeed, what God has prescribed for the night is not accepted in the day, and what He has prescribed for the day is not accepted in the night.' Then he realizes the reason and says: 'How could they say that, when over the head of each one of them stands a foreign guard holding a sword?"
>
> এই ক্ষীণ ও দুর্বল দৃষ্টির ক্ষুদ্র লোকটির কর্মকাণ্ড কতনা বিস্ময়ের। সে এসে আমাদের দীনের ব্যাপারে আমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছে। সে মিম্বারে উঠে খুতবা দিতে থাকে, আর লোকেরা সূর্যের দিকে তাকায়। সে বলে: তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা সূর্যের দিকে তাকাও কেন? আল্লাহর কসম। আমরা সূর্যের জন্যে নামায পড়ি, আমরা নামায পড়ি সূর্যের প্রতিপালকের জন্যে। তোমরা কেন বলো না, হে আল্লাহর দুশমন, নিশ্চয় আল্লাহর রাতের কিছু অধিকার আছে যা তিনি দিনের বেলা কবুল করেন না। তেমনি ভাবে আছে দিনের বেলার কিছু অধিকার যা তিনি রাতের বেলা কবুল করেন না। তারপর তিনি বলেন: এমন কথা তারা কেমন করে উচ্চারণ করবে? তাদের প্রত্যেকের মাথার উপর যে তারবারি হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন করে তাগড়া জোয়ান সৈনিক।
>
> ওয়ালীদ ইবন 'আব্দুল মালিক একবার জুমু'আর খুতবা এত দীর্ঘ করেন যে, 'আসরের নামাযের সময় হবার উপক্রম হয়ে যায়। এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেন এই বলে: 'আমীরুল

মু'মিনীন, সময় আপনার অপেক্ষায় থাকবে না। আর নামাযে এত দেরী করার জন্যে আপনি আল্লাহর নিকট কৈফিয়তও দিতে পারবেন না।' জবাবে ওয়ালীদ বলে: 'হাঁ, তুমি সত্য বলেছো। তবে এমন সত্যবাদীর স্থান এটি নয় যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। ওহে লোকটির কাছাকাছি নিরাপত্তারক্ষী কে আছো, যে তার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করতে পারে?

হাজ্জাজ ইবন যুসুফের দীর্ঘ খুতবাদান ও জুমু'আর নামাযে দেরী করানোর জন্যে একবার হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) প্রতিবাদ করেন। জবাবে হাজ্জাজ বলেন। 'আমার ইচ্ছে হয় তোমার এ দু'টি চোখ যে মাথা ধারণ করছে তা বিচ্ছন্ন করে ফেলি।[23] হাজ্জাজ, যিয়াদ-ও অন্যদের মধ্যম ধরনের খুতবা বেশী। আর যাঁরা খুতবা দিতে গিয়ে ভীত কম্পিত হয়ে পড়তেন তাঁদের অনেকের খুতবা খুবই সংক্ষিপ্ত হতো। যেমন একদিন খালিদ ইবন 'আবদিল্লাহ আল-কাসরী খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন, তারপর সংক্ষেপে কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বিনীত ভাবে বসে পড়েন।

কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ খুতবা দানের পিছনে কাজ করতো তাঁদের বলার যোগ্যতা, দক্ষতা, ভাষার উৎকর্ষতা এবং এতে তাঁদের যে কোন রকম কষ্ট হয় না তা প্রদর্শনের মনোভাব। আর যাঁরা মাত্রা ছাড়া সংক্ষেপ খুতবা দিতেন তাঁদের উদ্দেশ্য হতো কথা অলঙ্করণ করা। কথা দীর্ঘ বা সংক্ষেপ যাই হোক না কেন, তাঁরা যে পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দিতেন না, তা নয়। প্রত্যেকটি বক্তাই তাঁদের বেশীর ভাগ খুতবার ক্ষেত্রে স্থান-কাল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে প্রতীয়মাণ হয়।

উমাইয়া যুগের প্রাপ্ত খুতবার সংখ্যা

এ যুগের বর্ণিত খুতবার সংখ্যা প্রচুর। তবে খতীবদের সংখ্যাধিক্য, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, কথার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপকতার তুলনায় তা খুবই কম। এর প্রধান কারণ হলো, বর্ণনার প্রধান ভিত্তিই ছিল স্মৃতিতে ধরে রাখার উপর। স্মৃতি ভ্রষ্টতা কখনো তার উপর আপতিত হতো। অধ্যাপক আল-মাহদী বেক বলেন: 'আমি ভালো খতীবদের সংখ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছি। দেখেছি, তা কবিদের সংখ্যার চেয়েও বেশী হবে। তবে তাঁদের থেকে যত খুতবা বর্ণিত হয়েছে তা কবিদের থেকে বর্ণিত কবিতার চেয়ে কম। এর কারণ সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি, আর তা হলো, লেখালেখির সাথে তখন 'আরবদের সবেমাত্র পরিচয় ঘটেছে। তখনো তারা স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল তবে যতটুকু আমাদের নিকট পৌঁছেছে তা একেবারে কম নয়। যদিও তা খতীবদের সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য। কারণ এমন প্রসিদ্ধ খতীব আছেন যাঁর শুধুমাত্র একটি খুতবা সংরক্ষিত আছে।

উমাইয়া খলিফাদের নির্বাচিত খুতবা

উমাইয়া খলীফাদের অধিকাংশই খতীব ছিলেন। তাঁদেৎর বহু খুতবা সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থে দেখা যায়। খলীফাদের মধ্যে দরাযগলায়, মিষ্টি-মধুর, প্রাঞ্জল ও শিল্প সুষমামণ্ডিত ভাষায় খুতবা দানের জন্যে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তাঁরা হলেন মু'আবিয়া, 'উমার ইবন আব্দুল আযিয ও য়াযিদ আন-নাকিস। মু'আবিয়ার খিতাবা প্রতিভা ও যোগ্যতার কথা জনৈক কবি বলেছেন এভাবে:

"Mounting the pulpits and ascending their steps,
Maʿn became renowned through his eloquent sermon.
The finest expressions of speech gathered before him,
Whenever the babbling speaker lost his way in discourse."

তিনি অতিরিক্ত মিম্বারে আরোহনকারী, মিম্বারের উপর আস্ফালনকারী। তিনি তাঁর খুতবার অনুরক্ত ও দরাযকণ্ঠ। প্রবল বাকপটু ব্যক্তি যখন তার খুতবায় খেই হারিয়ে ফেলে তখন তিনিই কথার সূচনা করেন।

মু'আবিয়া ছিলেন তৎকালীন 'আরবের একজন বড় খতীব। শুধু তাই নয়, 'আরবের সবচেয়ে বেশী চালাক, বড় রাজনীতিক এবং অতি দূরদর্শী ব্যক্তি ছিলেন। বানু উমায়্যারা তাঁর সম্পর্কে বলতো:

> "He is the most eloquent of people whether standing or sitting, on the pulpit, or while delivering a marriage sermon."

দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায়, মিম্বারের উপরে ও বিয়ের খুতবায় তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ খতীব।

মু'আবিয়া (রা)-এর খুতবা সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। নির্ভেজাল রাজনৈতিক খুতবা এবং ওয়া'আজ-নসীহত, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনমূলক খুতবা। রাজনৈতিক খুতবায় মানুষকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিনিময়ে তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রাপ্তির আশা দিয়েছেন। এ জাতীয় খুতবার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো হিজরী ৪১ সনে ঐক্য ও সংহতির বছর মদীনায় প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক খুতবাটি। তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে সর্ব প্রথম আল্লাহর হাম্দ ও সানা পেশ করেন। তারপর বলেন:

> "Now then, by God, I did not assume this authority out of any love that I knew you had for me, nor out of joy in my leadership. Rather, I struggled against you with this sword of mine. I tried to discipline myself according to the conduct of the son of Abū Quḥāfah (Abū Bakr), and I sought to make it follow the way of ʿUmar, but it recoiled from that with strong aversion. Then I tried to direct it toward the methods of ʿUthmān, yet it refused. So I adopted for it a path in which there is benefit for both you and me: good companionship in eating and pleasant association in drinking. If you do not find me to be the best among you, then surely I am the best ruler for you. By God, I will not raise the sword against one who has no sword. And if all that comes from you is what a speaker may vent with his tongue, then I have placed that behind my ears and beneath my feet. If you do not find me fully upholding all your rights, then accept from me part of them. And if some good comes to you from me, then receive it; for when a flood exceeds its bounds it destroys, but when moderate it benefits. Beware of discord and civil strife, for it corrupts livelihood and darkens blessings." Then he descended (from the pulpit)."

অতঃপর এই যে, আমার প্রতি আপনাদের ভালোবাসা আছে, এবং আমার শাসন ক্ষমতার প্রতি আপনাদের সন্তুষ্টি আছে এ কথা জেনে, আল্লাহর কসম! আমি খিলাফতের এ দায়িত্ব গ্রহণ করিনি, বরং আমি আমার এ তরবারির সাহায্যে আমার কর্তৃত্ব মানতে আপনাদেরকে বাধ্য করেছি। আমি আপনাদের জন্যই ইবন আবী কুহাফা (আবু বাকর)-এর কর্ম পদ্ধতির প্রতি আমার নিজের প্রবৃত্তিকে অনুগত করেছি এবং পরে তাকে 'উমারের কর্ম পদ্ধতিতে চালাতে চেয়েছি, কিন্তু তা সে ভীষণ অপছন্দ করে। আমি তাকে 'উসমানের মত কঠিন পথে চালাতে চেয়েছি কিন্তু সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। অতঃপর আমি এমন পথ অনুসরণ করেছি যাতে আমার ও আপনাদের সকলের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর তাতে আছে সহঅবস্থানের ভিত্তিতে সুন্দর ও চমৎকার পানাহার। আপনারা যদি আমাকে আপনাদের সবচেয়ে ভালো মানুষ হিসেবে না পেয়ে

থাকেন, তবে আমাকে আপনারা সবচেয়ে ভালো শাসক হিসেবে পাবেন। আল্লাহর কসম! যার কাছে তরবারি নেই, আমি এমন ব্যক্তির উপর তরবারি উঠাবো না। কোন বক্তা তার জিহ্বার মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করতে চায়, এমন ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের মধ্যে যদি আর কেউ না থাকে তাহলে তার কথার প্রতি কর্ণপাত করবো না এবং সে কথা আমার পায়ের নীচে ফেলে দেব। আপনাদের সকল অধিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে আমাকে যদি আপনারা সর্বাধিক শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে না পান, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তা কিছু অংশ গ্রহণ করুন। আমার পক্ষ থেকে আপনারা ভালো কিছু পেলে তা গ্রহণ করুন। কারণ প্লাবন যখন প্রবল হয় তখন পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায় আর যখন কম হয় তখন প্রাচুর্য বয়ে আনে। বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা থেকে আপনারা দূরে থাকুন। কেননা, তা জীবন-জীবিকার ধ্বংস ডেকে আনে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দকে পঙ্কিল করে দেয়। তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে যান।

দ্বিতীয় ধরণের খুতবায় তিনি মানুষকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও তার ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্পদের ব্যাপারে নির্মোহ ও নিরাসক্ত হবার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর এ জাতীয় খুতবার একটি চমৎকার নমুনা আল-জাহিজ সংকলন করেছেন। অবশ্য তিনি এটি মু'আবিয়ার 'খুতবা হবার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁর মতে এ খুতবাটি 'আলী (রা)-এর কথার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। দুনিয়া বিরাগী 'আবিদ শ্রেণীর লোকদের কথার সাথে মু'আবিয়ার কথার কোন অবস্থায় কোন মিল থাকতে পারে না। অথচ এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। মূলতঃ আল-জাহিজ এ ধরণের কথা বলে মু'আবিয়ার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন। তিনি হয়তো একথা ভুলে গেছেন, মুআবিয়াও একজন অতি মর্যাদাবান সাহাবী। তিনিও একজন কাতিবে ওয়াহী। তিনি ও আলী (রা) উভয়ে একই দারসগাহের (শিক্ষালয়) ছাত্র। সুতরাং তাঁদের উভয়ের কথার মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক।

মু'আবিয়া (রা)-এর ভাই 'উতবা ইবন আবী সূফয়ান। হিজরী ৪৩ সনে 'আমর ইবন আল-'আসের মৃত্যুর পর মু'আবিয়া তাঁকে মিসরের ওয়ালী নিয়োগ করেন। বলা হয়েছে, তিনি মু'আবিয়ার চেয়েও বড় খতীব ছিলেন। শুধু তাই নয়, অনেকে তাঁকে বানু উমাইয়াদের শ্রেষ্ঠ খতীব বলেছেন।[24] রাজনীতিতে তিনি তাঁর ভাই মু'আবিয়ার মত দক্ষ ছিলেন। তিনি জানতেন মিসরে 'আলী (রা)- এর সমর্থকদের সংখ্যা বেশী। এ কারণে কখনো কঠোর, আবার কখনো কোমল হতেন। এভাবে মিসরবাসীদেরকে বানু উমায়্যাদের অনুগত করতে সক্ষম হন। আল-আসমা'ঈ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

"Among the orators of the Umayyads were ʿUtbah and ʿAbd al-Malik. His strongest sermon was the one delivered in Egypt; it was filled with threats, and he succeeded in carrying out his intimidation."

বানূ উমাইয়ার খতীবদের মধ্যে 'উতবা ও 'আবদুল মালিক অন্যতম। 'উতবার মিসরে প্রদত্ত খুতবাগুলি সবচেয়ে শক্তিশালী। হুমকি-ধমকিতে তা পরিপূর্ণ। এ হুমকি-ধমকিতে তিনি সফলও হয়েছেন।

এমনিভাবে খলীফা 'আব্দুল মালিকের খুতবায় জনগণকে খলীফার প্রতি আনুগত্যের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি ভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকি ধমকানিও দেয়া হয়েছে তাদেরকে যারা উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। যেমন একবার তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন:

"O people, I am not the weak caliph. Referring to Uthman ibn Affan. Nor the compromising caliph. Referring to Muawiya ibn Abi Sufyan. Nor the feeble-minded caliph. Referring to Yazid ibn Muawiya. Whoever signals

against us with his head like this, we shall respond to him with our sword like this. Then he descended from the pulpit."

হে জনমন্ডলী। আমি দুর্বল খলীফা নই। (একথা দ্বারা 'উসমান ইবন 'আফফানকে বুঝান।) আমি তোষামোদাকারী খলীফাও নই। (একথা দ্বারা তিনি মু'আবিয়া ইবন আবূ সুফয়ানকে বুঝান)। আর আমি দুর্বল সিদ্ধান্তের অধিকারী খলীফাও নই। (একথা দ্বারা তিনি য়াযীদ ইবন মু'আবিয়াকে বুঝান।) যে ব্যাক্তি এ রকম চিন্তা মাথায় নিয়ে কথা বলবে, আমরাও আমাদের এ রকম তরবারির ভাষায় কথা বলবো, তারপর তিনি মিম্বার থেকে নেমে যান।

'উমার ইবন 'আব্দুল আযীযের খুতবা ছিল নির্ভেজাল ওয়া'আজ-নসীহত মূলক। তিনি তাঁর খুতবায় মানুষের মৃত্যু, তার পরবর্তী অনন্ত জীবন এবং সেখানে হিসাব-নিকাশের কথা বলতেন। একটি খুতবায় তিনি বলেন:

"O people, you were not created in vain, nor will you be left neglected. Indeed, you have a final return where God will judge you through your Prophet. Miserable and ruined is the one who is excluded from the mercy of God, which encompasses all things, and deprived of Paradise whose breadth is that of the heavens and the earth. Know that safety tomorrow belongs to the one who fears God today, and who exchanges a little for much, and the fleeting for the everlasting. Do you not see that you are living among the possessions of those who perished, and that those who remain after you will inherit them from you? Thus it will continue until you are returned to the Best of inheritors."

ওহে জনমণ্ডলী। আপনাদেরকে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি এবং এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে না। আপনাদের একটা গন্তব্যস্থল আছে সেখানে আল্লাহ আপনাদের নাবীকে বিচারক নিয়োগ করবেন। সেখানে হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর রহমত থেকে বের হয়ে যাবে-যে রহমত সবকিছুকে-বেষ্টনকারী এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে-যে জান্নাতের পরিধি আসমান ও জমিনের সমতুল্য। জেনে রাখুন, আগামীকালের নিরাপত্তা সেই ব্যক্তির জন্যে যে আজ আল্লাহকে ভয় করেছে, কমকে বেশীর এবং ক্ষণস্থায়ী বস্তুকে স্থায়ীবস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করেছে। আপনারা কি দেখেছেন না যে, আপনারা ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উত্তরসূরী। আপনাদের পরে যারা থাকবে তারাই আপনাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। এমনি ভাবে চলতে চলতে এক সময় আপনাদের প্রত্যাবর্তন হবে সর্বোত্তম উত্তরাধিকারীর নিকট।

তৃতীয় য়াযীদ আন-নাকিস (মৃ. ১২৬ হি.) তাঁর চাচাতো এই দ্বিতীয় আল-ওয়ালীদ (মৃ. হি. ১২৬) ইবন দ্বিতীয় য়াযীদকে হত্যার পর খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সেই সময়ে প্রদত্ত তাঁর একটি চমৎকার খুতবা আছে। সেখানে তিনি স্বীয় রাজনীতি ও শাসনকাজ পরিচালনার রীতি-পদ্ধতির ভবিষ্যৎ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি ঘোষণা করেন, যে কথার উপর তিনি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ, তা যদি পূরণ করেন তাহলে জনগণ তাঁর কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে। অন্যথায় তাঁকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে দেয়ার অধিকার তাদের থাকবে। তিনি একথাও বলেন যে, স্রষ্টার অবাধ্যতা হয় এমন কোন ব্যাপারে কোন সৃষ্টির আনুগত্য সঠিক নয়। তাঁর সে দীর্ঘ খুতবার একাংশ নিম্নরূপ:

"O people, your right over me is that I shall not place one stone upon another, nor one brick upon another; nor shall I canalize a river, accumulate wealth, or give wealth to a wife or child. Nor shall I transfer wealth from one land to another until I have removed the poverty and hardship of the people of that land and provided them with sufficiency. If

anything remains beyond that, I will transfer the surplus to the neighboring land whose people are in greater need. I shall not keep you stationed continuously at the frontiers lest you and your families fall into hardship and temptation. Nor shall I close my door against you, allowing you're strong to devour your weak. Nor shall I burden the people under tribute with demands that force them from their lands and cut off their lineage. You shall receive from me your stipends every year and your provisions every month, so that prosperity may circulate among the Muslims, and the farthest among them will be like the nearest among them. If I fulfill these obligations, then you owe me hearing, obedience, sincere support, and loyal assistance. But if I do not fulfill them, then you have the right to remove me—unless you grant me the chance to repent. If I repent, then accept it from me. And if you know of someone fit to take my place, known for righteousness, who would give of himself to you as I have given, and you wish to pledge allegiance to him, then I shall be the first to pledge allegiance to him and enter into his obedience. O people, there is no obedience to any created being in disobedience to the Creator. I say these words of mine, and I seek God's forgiveness for me and for you."

ওহে জনমণ্ডলী! আমার নিকট আপনাদের অধিকার এই যে, আমি রাখবো না কোন পাথরের উপর কোন পাথর, আর না কোন ইটের উপর কোন ইট। আমি কোন নদী খনন করবো না। আমি কোন অর্থ-সম্পদ জমা করবো না এবং তা কোন স্ত্রী ও সন্তানকেও দান করবো না। আর তা এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করবো না- যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শহরের দারিদ্র ও অভাব এমন ভাবে দূর না করবো যাতে তারা ধনী হয়ে যায়। তারপর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা পাশ্ববর্তী অধিকতর মুখাপেক্ষী শহরে স্থানান্তর করবো। আপনাদেরকে আমি শত্রুর মুখোমুখি ঘাঁটিতে আটকে রাখবো না। তা হলে আমি আপনাদেরকে এবং আপনাদের পরিবার-পরিজনদেরকেও পরীক্ষায় ফেলবো। আমি আমার দরজা আপনাদর সামনে বন্ধ করবো না। তাহলে আপনাদের শক্তিমানরা আপনাদের দুর্বলদেরকে খেয়ে ফেলবে। আমি আপনাদের জিযিয়া দানকারীদের (জিম্মী) উপর এমন কিছু চাপাবো না যা তাদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আপনাদের জন্য আমার কাছে আছে আপনাদের বাৎসরিক ভাতা এবং প্রতি মাসের জীবিকা। যাতে মুসলমানদের জীবন যাপনে স্বচ্ছলতা আসে এবং তাদের দূর ও নিকটবর্তীরা একই রকম হয়ে যায়। যদি আমি আমার দায়িত্ব পালন করি তাহলে আপনাদের কর্তব্য হবে আমার কথা শোনা, আনুগত্য করা, সুন্দর উপদেশ দান করা ও সহযোগিতা করা। যদি আমি আপনাদের অধিকার সঠিক ভাবে পূরণ না করি তাহলে আপনাদের অধিকার থাকবে আমাকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে দেয়ার। তবে তার পূর্বে আমার নিকট আপনাদেরকে তার ব্যাখ্যা চাইতে হবে। অতঃপর আমি যদি তাওবা করি, আপনারা আমার তাওবা গ্রহণ করবেন। আর যদি আপনারা এমন কোন যোগ্য ব্যক্তিকে জানেন, যিনি আমার স্থলাভিষিক্ত হলে স্বেচ্ছায় আপনাদেরকে ততটুকু দেবেন যতটুকু আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি। অতঃপর যদি আপনারা তার বায়'আত করতে চান তাহলে আমিই হবো তার হাতে প্রথম বায়'আতকারী এবং তাঁর আনুগত্যে প্রথম প্রবেশকারী। ওহে জনমণ্ডলী! স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য

করা ঠিক নয়। আমার কথা এতটুকুই। আমি আমার নিজের জন্য ও আপনাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বানূ উমাইয়াদের বিভিন্ন অঞ্চলের ওয়ালী ও সেনা অধিনায়কগণ জনগণের সামনে প্রদত্ত খুতবায় সব সময় তাঁদের খলীফাদের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতার আহবান জানাতেন। এ চিত্র দেখা যায় মিসরের ওয়ালী 'উতবা ইবন আবু সুফয়ান এবং 'ইরাকের ওয়ালী যিয়াদ, হাজ্জাজ ও খালিদ ইবন 'আবদুল্লাহ আল-কাসরীর খুতবা সমূহে। তবে তাঁদের খুতবায় অতিরিক্ত যে বিষয়টি লক্ষ্য করা যায় তাহলো শক্তি প্রয়োগের ভয়ভীতি প্রদর্শন ও হুমকি-ধমকি প্রদান। এ ব্যাপারে হাজ্জাজ সম্ভবত: সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। হিজরী ৭৫ সনে 'আবদুল মালিকের পক্ষ থেকে 'ইরাকের ওয়ালী হয়ে কূফায় এসে যে খুতবাটি তিনি দান করেন, তা এ ধরনের খুতবার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তাঁর সেই দীর্ঘ খুতবার একাংশ নিম্নরূপ:

> "Indeed, I see heads that have ripened and whose time for harvest has come, and I am the one who shall reap them. I can almost see the blood flowing between turbans and beards. By God, O people of Iraq—people of division, hypocrisy, and evil manners—I am not one to be deceived by empty gestures, nor frightened by rattling waterskins. I have acted with insight and examined matters through experience. The Commander of the Faithful emptied his quiver and tested its arrows, and he found me to be the strongest shaft and the firmest stick among them; therefore he directed me toward you. For long have you rushed into seditions, reclined in the beds of misguidance, and established the ways of error. By God, I shall straighten you as a stick is straightened, and I shall beat you as stray camels are beaten. By God, I never promise except that I fulfill it, and I never threaten except that I carry it out. Beware of intercessors, factions, crowds, gossip, and idle talk—'they say' and 'it is said.' What concern have you with such things? By God, you shall remain upright upon the path of truth, or I shall leave every one of you occupied with trouble in his own body."

আমি কিছু মাথা দেখতে পাচ্ছি যা পেকে উজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে এবং কাটার সময় হয়েছে। আমিই তা কাটবো। আমি পাগড়ি ও দাড়ির মাঝখানে রক্ত চক চক করতে দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম। বিভেদ, কপটতা ও দুশ্চরিত্রের অধিকারী হে 'ইরাকবাসী, আমাকে ডুমুর চিবানোর মত চিবানো যাবে না এবং শূন্য মশক পিটিয়েও আমাকে তাড়িত করা যাবে না। মেধার ব্যাপারে আমি পরীক্ষিত এবং অভিজ্ঞতার ব্যাপারেও অনুসন্ধানকৃত। আমীরুল মু'মিনীন তাঁর তীরের বাণ্ডিল ছড়িয়ে দিলেন। তারপর তার ধনুকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। তার মধ্যে আমাকেই সবচেয়ে বিস্বাদ ধনুক ও সবচেয়ে শক্ত খুঁটি হিসেবে পেলেন। তারপর তিনি আমাকে আপনাদের নিকট পাঠালেন। কারণ আপনারা দীর্ঘকাল গোলযোগ সৃষ্টি করে চলেছেন, বিভ্রান্তির ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছেন এবং ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার রীতি-পদ্ধতিতে চলেছেন। আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই ছড়ির ছাল তোলার মত আপনাদের ছাল তুলে ফেলবো এবং পালানো উটকে পেটানোর মত অবশ্যই আপনাদেরকে পেটাবো। আল্লাহর কসম! শুনে রাখুন, আমি যা অঙ্গীকার করি, পূরণ করি, এবং যা তৈরি করি, ধ্বংস করি। এই সকল সুপারিশকারী, ছোট ও বড় দলসমূহ, নানা রকম কথা, তারা যা কিছু বলে এবং আপনারা ও তারা যা কিছুর মধ্যে আছেন, সব কিছু সম্পর্কে আপনারা

সতর্ক হয়ে যান। আল্লাহর কসম! হয় আপনারা সত্যের পথে দৃঢ় অবস্থান নিবেন, আর না হয় আমি আপনাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দেহকে নিয়ে ব্যস্ত করে তুলবো।

এই খুতবাটি তিনি শুরু করেন কবিতার এমন কিছু পংক্তি আবৃত্তির মাধ্যমে যাতে প্রচুর অপ্রচলিত ও সচরাচর ব্যবহার হয় না এমন শব্দ রয়েছে। যা শুনে শ্রোতাদের দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়। খুতবাটি একটি শক্তিশালী চিত্রপল্প পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উমাইয়া যুগের বায়ান ও খিতাবা প্রতিভার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁকে গণ্য করা হয়। এমনকি তাঁকে যিয়াদ ইবন আবীহ্- এর মত তুখোড় খতীবের স্তরের মনে করা হয়। আবু 'আমর ইবন আল-'আলা' বলেন:

"I have never seen anyone more eloquent than Al-Hasan al-Basri and Al-Hajjaj ibn Yusuf."
হাসান আল-বাসরী ও হাজ্জাজের চেয়ে বেশী বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট-ভাষী আর কাউকে আমি দেখিনি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

উমাইয়া খিলাফত ইসলামী রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নির্দেশ করে। এই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় ৪১ হিজরিতে, যখন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.) ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় প্রথমবারের মতো বংশানুক্রমিক (hereditary) শাসনের সূচনা ঘটে, যা পূর্ববর্তী খিলাফতগুলোর নির্বাচনী বা শুরা-ভিত্তিক পদ্ধতি থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচিত।[25] উমাইয়া শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল সিরিয়া অঞ্চল, এবং রাজধানী স্থাপিত হয় দামেস্ক নগরীতে। এই কেন্দ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো উমাইয়া শাসকদের একটি শক্তিশালী ও সংগঠিত রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে।[26] এই সময় ইসলামী সাম্রাজ্য দ্রুত বিস্তৃত হয়ে পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে ভারত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এই বিশাল ভূখণ্ড শাসনের জন্য একটি কার্যকর প্রশাসনিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।[27] এই প্রেক্ষাপটে খুতবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়। খুতবাহর মাধ্যমে শাসকগণ— রাষ্ট্রীয় নীতি ঘোষণা করতেন জনগণের আনুগত্য নিশ্চিত করতেন ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করতেন রাজনৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতেন ফলে খুতবাহ কেবল একটি ধর্মীয় বক্তৃতা নয়; বরং এটি একটি কার্যকর "public governance communication tool" হিসেবে কাজ করত, যা রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে সুসংহত করত।[28]

খুতবার বিষয়বৈচিত্র

ধর্মীয় বিষয়বস্তু ও তার উদ্দেশ্য উমাইয়া খুতবাহতে ধর্মীয় বার্তা জনগণের নৈতিক গঠন ও আধ্যাত্মিক চেতনা উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হতো। এখানে ঈমান, আখিরাত এবং আল্লাহভীতি (taqwa) প্রধান বিষয় ছিল। আল-জাহিজ দেখিয়েছেন যে আরবি ভাষার ধর্মীয় বক্তৃতা মানুষের মানসিক গঠনে গভীর প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ও বৈধতা খুতবাহ ছিল রাজনৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। খলিফার নাম উচ্চারণ করা মানে ছিল তার শাসনকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া। হিউ কেনেডি দেখিয়েছেন যে উমাইয়া রাষ্ট্র ধর্মীয় ভাষাকে রাজনৈতিক বৈধতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করত। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ খুতবাহ সমাজে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা এবং আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করত। এটি ছিল একটি "soft governance tool" যা জনগণের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করত। প্রশাসনিক ভাষা উমাইয়া খুতবাহ প্রশাসনিক ঘোষণা প্রচারের একটি মাধ্যম ছিল। এটি করনীতি, বিচারব্যবস্থা এবং সামরিক নির্দেশনার তথ্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিত। ভাষাশৈলী ও রেটরিক খুতবাহ ছিল আরবি অলংকারশাস্ত্রের

উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ব্যবহৃত কৌশল: ইজায তাশবীহ ইস্তিআরা আবদুল কাহির আল-জুরজানি দেখিয়েছেন যে ভাষার প্রভাব তার কাঠামোর মধ্যেই নিহিত। আবেগগত প্রভাব খুতবাহ জনগণের আবেগকে প্রভাবিত করত—ভয়, আশা, বিশ্বাস। এই emotional governance রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা বজায় রাখত। ক্ষমতার ভাষা উমাইয়া খুতবাহ ছিল "language of authority"। এটি ধর্মীয় ভাষাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। প্যাট্রিসিয়া ক্রোন দেখিয়েছেন যে প্রাথমিক ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় ভাষা ছিল ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি। উমাইয়া খুতবাহ একটি বহুমাত্রিক discourse system, যেখানে ধর্ম, রাজনীতি, প্রশাসন এবং সমাজ একত্রিত হয়েছে।

সামাজিক বিষয়

প্রাচীন কাল থেকেই 'আরবের লোকেরা সভা-সমাবেশ ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সাথে পরিচিত ছিল। তারা তাদের রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমরাদের নিকট যেত। সেখানে তাঁদের দরবারে তাঁদের প্রশংসা করে এবং স্বগোত্রের গর্ব ও গৌরব প্রকাশ করে খুতবা দিত। তারা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে কোন্দল ও ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা, যুদ্ধের উস্কানিদান, অথবা পারস্পারিক ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রকাশ ইত্যাদি উপলক্ষে খুতবা দিত। বাজার ও মেলাতে এবং বিয়ের 'আকদ উপলক্ষেও তারা প্রচুর খুতবা দিত। কারো আনন্দ ও শোক-দুঃখের অনুষ্ঠানে যোগ দিত এবং খুতবা দিত। মক্কা বিজয়ের পর 'আরবের চতুর্দিক থেকে দলে দলে মানুষ মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসেছে, তাদের খতীবরা নিজ নিজ দল ও গোত্রের পক্ষ থেকে খুতবা দিয়েছেন। এ ধারা খুলাফায়ে রাশিদূনের সময়েও অব্যাহত থাকে। উমাইয়া যুগে এসে এ জাতীয় খুতবা আরো ব্যাপকতা লাভ করে এবং আরো প্রাণবন্ত হয়। কারণ উমাইয়া খলীফা ও তাঁদের ওয়ালীরা 'আরববাসীর অন্তর আকৃষ্ট ও শাসন কাজে সর্ব সাধারণকে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে তাঁদের দরবার সমূহের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ফলে স্রোতের মত তাঁদের নিকট প্রতিনিধি মিশন আসতে থাকে। খলীফা ও ওয়ালীরা তাদেরকে বলার সুযোগ দিতেন, তাঁদের বক্তব্য শুনতেন এবং প্রচুর উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে বিদায় করতেন। প্রথম উমায়্যা খলীফা হযরত মু'আবিয়া (রা) এ জাতীয় প্রতিনিধি মিশনের জন্যে তাঁর দরবারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ফলে দলে দলে মানুষ তাঁর আঙ্গিনায় ঢুকে পড়তো। কোন দল উমাইয়াদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতো, আবার কোন দল উমাইয়াদের শাসন কার্যের তীব্র সমালোচনাও করতো। তিনি সব সময়। সবাইকে প্রচুর উপহার ও উপঢৌকন দিয়ে সম্মানের সাথে তাদেরকে বিদায় করতেন। পরবর্তী খলীফাগণ এ রীতি অব্যাহত রাখে। 'আরবী সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এ ধরনের প্রতিনিধি মিশন ও তাদের প্রদত্ত খুতবার বিবরণ এসেছে। পুরুষ প্রতিনিধিদলের পাশাপাশি মহিলা প্রতিনিধিদলও আসতেন এবং মহিলা খতীবগণ তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরে খুতবা দিতেন। এ জাতীয় মহিলা খতীবদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান কয়েকজন হলেন: সাওদা বিনত 'ইমারা, বাককারা আল-হিলালিয়্যা, যারাকা' বিনন্ত 'আদী আল-হামদানিয়্যা, উম্মু সিনান বিনত খায়ছামা, 'আকরাশা বিনত আল-আতরাশ, দারিমিয়্যা আল-হাজুনিয়্যা, উম্মুল খায়র বিনত আল-হুরায়শ, আরওয়া বিনত 'আবদুল মুত্তালিব ও আরো অনেকে।

রাজনৈতিক বিষয়

উমাইয়া যুগের গোটা সময় রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। উমাইয়া শাসকগণ খিলাফতকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে রাজনৈতিক ও উত্তরাধিকারিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে আরব

জাতি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নানা দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় খিলাফতকে কেন্দ্র করে শি'আ, খারিজী, যুবায়রী ও উমাইয়াসহ একাধিক দল ও গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এ সময় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলাদলির কাতারে বহু সাহিত্যিক শামিল হয়ে যান।

উমাইয়া খুতবাহ রাজনৈতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠার একটি শক্তিশালী মাধ্যম ছিল। খলিফার নাম খুতবাহতে উল্লেখ করা মানে ছিল তার শাসনের স্বীকৃতি। প্যাট্রিসিয়া ক্রোন তাঁর God's Caliph গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ইসলামী প্রাথমিক যুগে ধর্মীয় বৈধতা ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রধান ভিত্তি।[29] এ যুগের রাজনৈতিক খুতবার সীমাহীন উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। এ সময় সরকারের পক্ষের ও বিপক্ষের প্রতিটি মানুষের মুখ দিয়ে বক্তৃতার ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে থাকে। যুদ্ধ বা শান্তি যখনই যে দিকে তাকানো হয়, দেখা যায় অসংখ্য খতীব একক অথবা দলবদ্ধ ভাবে নিজেদের মত ও পথের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে জনগণের সামনে অগ্নিঝরা বক্তৃতা-ভাষণ দিচ্ছেন এবং নিজেদের মত ও পথের স্বপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করছেন। 'আরবী সাহিত্যের প্রাচীন সংকলন ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এ জাতীয় খুতবার প্রচুর সমাবেশ দেখা যায়। মোট কথা, প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী প্রতিপক্ষের সমালোচনা ও জনগণের সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে খুতবাকে প্রধান উপায় ও মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। সে যুগের প্রতিটি দল, প্রতিটি বিদ্রোহ ও বিপ্লব-তা ছোট হোক বা বড়, সবার ও সব কিছুর পিছনে ছিল অসংখ্য তুখোড় খতীব। খারিজী, শী'আ, যুবায়র ইবনুল আওয়াম পন্থী প্রমুখ বিপ্লবীদের ছিল অসংখ্য নিজস্ব খতীব। এ সব বিরোধী ও বিপ্লবী খতীবদের বিপরীতে ছিলেন অসংখ্য সরকার দলীয় খতীব। তাঁরা তাঁদের শক্তিশালী বক্তৃতার মাধ্যমে নিজেদের অথবা উমায়্যা নেতৃবৃন্দ ও আঞ্চলিক শাসকদের পক্ষ সমর্থন করে জুলাময়ী বক্তৃতা দিতেন। তাছাড়া পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, খিলাফতের পূর্ব-পশ্চিমে সর্বত্র, যেখানেই যুদ্ধ চলছিল সেখানে অগণিত অনলবর্ষী বক্তা ছিলেন। তাঁরা সৈনিকদের আল্লাহর পথে ও শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে তোলে এমন উৎসাহমূলক খুতবা দিতেন। এ ভাবে প্রতিটি স্থান ও প্রতিটি মুখ থেকে রাজনৈতিক খুতবা ছড়িয়ে পড়ে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়

এ যুগে দীনী ওয়া'আজ-নসীহত ও বাহাস-মুনজিরামূলক খুতবার দারুল উন্নতি হয়। জুমু'আ ও দুই 'ঈদের নামাযে খুতবাদান অপরিহার্য ছিল। খলীফা ও তাঁদের এযালীগণ এসব নামাযের ইমামতি করতেন। একারণে পার্থিব সুখ-ঐশ্বর্যের প্রতি নিরাসক্ত ভাবধারার তাঁদের অনেক খুতবা দেখা যায়। যাতে তাঁরা দুনিয়ার ভোগবিলাস থেকে দূরে থাকার এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে সৎকাজ করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। 'উমার ইবন 'আবদুল 'আত্মীয় ছিলেন এ জাতীয় খতীবদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ওয়া'আজ-নসীহত মূলক তাঁর বহু খুতবা বিভিন্ন গ্রন্থে দেখা যায়। আর হাজ্জাজের যত বেশী ধর্মীয় উপদেশ মূলক খুতবা দেখা যায় সম্ভবত: তত খুতবা ওয়ালীগণের আর কারো নেই। তিনি খুতবার মধ্যে প্রায়ই বলতেন:

> "O people, refraining from what God has forbidden is easier than enduring the punishment of God."
>
> ওহে জনগণ। আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা আল্লাহর শাস্তির সময় ধৈর্য ধারণ অপেক্ষা অধিকতর সহজ।

এমনি ভাবে হাজ্জাজের আগের ও পরের ওয়ালীগণের বহু উপদেশ মূলক যুতবা সাহিত্য ও ইতিহাসের গ্রন্থ-সমূহে বর্ণিত হয়েছে। বানু উমায়্যাদের মধ্যে যাঁরা ওয়া'ইজ খতীব ছিলেন তাঁরা খুতবা দীর্ঘ

করতেন এবং তাঁদের সেই খুতবা শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করতো। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা যা বলতেন নিজেরা তা 'আমল করতেন না। হাজ্জাজ ইবন য়ূসুফ ও খালিদ ইবন 'আব্দুল্লাহ আল কাসরী এঁদের অন্তর্ভুক্ত। এ দু'ব্যক্তি চমৎকার ওয়া'আজ করতেন। একবার মু'আবিয়া ইবন আবু সুফয়ান (রা) ওয়া'আজ করতে বসলেন। তাঁর ওয়া'আজ শুনে শ্রোতারা কাঁদতে আরম্ভ করলো। সেই মাজলিসে 'আমর ইবন আল-'আস (রা) ও উপস্থিত ছিলেন। ওয়া'আজ শেষে তিনি মু'আবিয়াকে বললেন: 'আপনি তো ওয়া'আজ করে আমার অন্তর জ্বালিয়ে দিয়েছেন। আপনি কি মনে করেন, আমরা 'আলীর (রা) বিরুদ্ধে এ জন্যে লড়েছি যে, তিনি অসত্যের উপর ছিলেন, আর আমরা ছিলাম সত্যের উপর? আল্লাহর কসম। এ কেবলই ছিল দুনিয়া, আমরা তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি। যদি আমি আপনার দুনিয়া থেকে কিছু না পাই তাহলে আপনাকে ছেড়ে যাব।'

মোট কথা, এ যুগে ওয়া'আজ-নসীহত করা ও কিসসা-কাহিনী বলার দারুণ ধুম পড়ে যায়। প্রতিটি ইসলামী শহরে বড় বড় ওয়া'ইজ ও কুসসাস সকল শ্রেণীর মানুষকে ওয়া'আজ-নসীহত করতেন। আল-জাহিজ এসব ওয়া'আজ-নসীহতকারী ও কিসাস- কাহিনী বলা লোকদের বর্ণনায় অনেক পুস্তিকা রচনা করেছেন।

খুতবার শিল্পরূপ

উমাইয়া যুগে বাগ্মীতা একটি শিল্পে পরিণত হয়। এটি পুনরায় জাহিলী ভাষাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গি নিয়ে ফিরে আসে। এ সময় বাগ্মিতা ছিল শিল্পে সুষমামণ্ডিত এবং আলংকারিক সৌন্দর্য সমৃদ্ধ।

শব্দচয়ন

দুর্লভ শব্দ চয়ন, যৌক্তিক উপস্থাপনা ও উচ্চারণের ঝংকারে পরিপূর্ণ ছিল। ইজায (সংক্ষিপ্ততা) ও শক্তিশালী বক্তব্য উমাইয়া খুতবাহর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল "ইজায"—অর্থাৎ কম শব্দে গভীর অর্থ প্রকাশ। এই কৌশল বক্তৃতাকে: স্মরণযোগ্য প্রভাবশালী কর্তৃত্বপূর্ণ করত।

অলংকার

অলংকারশাস্ত্র (Balagha) ও এর প্রভাব আরবি অলংকারশাস্ত্র উমাইয়া খুতবাহর মূল ভিত্তি ছিল। ভাষার সৌন্দর্য তার কাঠামোগত বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। এতে ইজায (সংক্ষিপ্ততা), ইস্তিআরা (রূপক) এবং তাশবীহ (উপমা) ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আবদুল কাহির আল-জুরজানি তাঁর আসরারুল বালাগা গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ভাষার প্রভাব তার কাঠামো ও অলংকারের উপর নির্ভর করে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ উমাইয়া যুগে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। খুতবাহ এই সম্পর্কের একটি বাস্তব প্রতিফলন।

বর্ণনাশৈল

উমাইয়া খিলাফতের খুতবাহ ইসলামী আরবি বাগ্মিতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এটি কেবল ধর্মীয় বক্তব্য বা প্রশাসনিক ঘোষণা ছিল না; বরং এটি ছিল এক শক্তিশালী ভাষাশৈলীর (stylistic system) বহিঃপ্রকাশ, যেখানে শব্দ, অর্থ এবং প্রভাব একত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা নির্মাণে

ভূমিকা রাখত। উমাইয়া খুতবায় ভাষাশৈলী, অলংকার, রেটরিক এবং প্রভাব বিশ্লেষণ রয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে ভাষা একটি "power instrument"-এ পরিণত হয়।

অর্থশৈল

ইস্তিআরা (রূপক) ব্যবহারের কৌশল খুতবাহতে ব্যাপকভাবে রূপক (Metaphor) ব্যবহার করা হতো। উদাহরণস্বরূপ: শাসনকে আলো হিসেবে উপস্থাপন বিদ্রোহকে অন্ধকার হিসেবে বর্ণনা ন্যায়বিচারকে ভারসাম্য হিসেবে চিত্রায়ণ এই রূপকগুলো জনগণের চিন্তাভাবনাকে সহজভাবে পরিচালনা করত। তাশবীহ (উপমা) ও চিত্রকল্প উপমা ব্যবহার করে জটিল রাজনৈতিক ধারণা সহজভাবে উপস্থাপন করা হতো। উদাহরণ: শাসককে "মেষপালক" হিসেবে জনগণকে "মেষপাল" হিসেবে এটি ক্ষমতা সম্পর্ককে সহজভাবে বোঝাতে সাহায্য করত।

উপসংহার

উমাইয়া খুতবাহ ইসলামী ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ, রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির গঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এটি কেবল অতীতের একটি ঐতিহাসিক বিষয় নয়; বরং বর্তমানেও এর প্রভাব বিভিন্নভাবে বিদ্যমান। এই গবেষণা প্রমাণ করে যে ভাষা, ধর্ম এবং ক্ষমতার সমন্বয় একটি শক্তিশালী সামাজিক কাঠামো তৈরি করতে পারে। উমাইয়া খুতবাহকে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক-সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এটি ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং সাংস্কৃতিক বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

গ্রন্থ-সমূহ

[1]মুফতী আমীমুল ইহসান, তারীখে ইসলাম, বাংলা অনু, মুহাম্মাদ মুজাম্মেল হক (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৪৪; ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ, আরবী খুতবা সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকা: আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫৮।

[2]P.K. Hitti, History of the Arabs (London: Macmillan & Co. Ltd. 1961), p. 189-190; Syed Ameer Ali, A Short History of the Saracens (Delhi: Kutub Khana Issayat-ul Islam, 1979), p. 1; মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: মাতবা'আতুল ইসতিকামাহ, ১৩৫৭ হি.), পৃ. ১১০-১১৫।

[3]আবুল ফিদা 'ইমাদুদ্দীন ইসমা'ঈল ইবন কাছীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা. বি.), পৃ. ১৩৫; ইবন আবদিল বার, আল-ইসতী'আব, ১ম খণ্ড (হায়দারাবাদ: দায়িরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৬ হি.), পৃ. ২৫৪; আবুল আ'লা মাওদূদী, খিলাফত ও মুলুকিয়াত, লাহোর: ইসলামি পাবলিকেশন্স, ১৯৬৯, পৃ.১৪৮।

[4]জালালুদ্দীন আস সুয়ূতী, তারীখুল খুলাফা (মিসর: আল-মাকতাবাতুল মুনীরিয়াহ, ১৩৫১ হি.), পৃ. ১৯২-১৯৩। আল-মাকদিসী, আল বাদউ ওয়াত তারীখ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (মিসর: মুওয়াসসাসাতুল খানজী, তা.বি.), পৃ. ১০-১৪।

[5]ড. হাসান ইবরাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল আন্দালুস, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ২৮৭;

ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড (তেহরান: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, ১৩৩৪ হি.), পৃ. ৩৪৮।

[6]ইয়াক্ত আল-হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ৮ম খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ৩৮২; 'উমার ফাররূখ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল মালাঈন, ১৯৮৪ খ্রি.) পৃ. ৩৫২; History of The Arabs, p. 207-213; ইবনুল আছীর, আল কামিল ফীত তারীখ, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

[7]মুহাম্মাদ আল-খাদারী বেক তারীখ আল-উমাম আল-ইসলামিয়্যা, (মিসর: আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা, ১৯৬৯খ্রি.) ২, পৃ. ৯৯।

[8]মুফতী-'আমীম আল-ইহসান, তারীখে ইসলাম, বাংলা অনু. মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, (ঢাকা, আধুনিক প্র কাশনী, সং. ১, ১৯৯৫), পৃ. ১৪৪।

[9]ইবন মানজুর, লিসানুল 'আরাব, (বৈরূত: দারু লিসান আল-'আরাব), খ. ১, পৃ. ৮৫৫।

[10]আহমাদ ইবন মুহাম্মদ আল-মাককারী, কিতাব আল-মিসবাহ আল-মুনীর, (মিসর: আল- মাতবা'আ আল-মুনীরিয়্যা, সং, ৩, ১৯২০), পৃ. ২৬৭।

[11]ফারীদ ওয়াজদী, কান্য আল-'উলুম ওয়া আল-লুগা, (মিসর: ১৯৫০), পৃ. ৫৪।

[12]আল কুরআন, ৭৮: ৩৭।

[13]আল কুরআন, ৩৮: ২০।

[14]মাহমুদ ইবন 'উমার আল-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, (বৈরূত: দারুল কিতাব আল-'আরাবী), খ. ৪, পৃ. ৮০।

[15]কুদামা ইবন জা'ফার, কিতাবু নাকদ আন-নাছর, (কায়রো: দার আল-কুতুব আল-মিসরিয়্যা, ১৯৩৩), পৃ. ৮৩-৮৪।

[16]মুহাম্মদ আবু যাহরা, আল-খিতাবা, উসুলুহা, তারীখুহা ফী আযাহারে 'উসুরিহা, (দার আল- ফিক্ আল-'আরাবী, সং ২, ১৯৮০), পৃ. ১৯।

17লুয়িস শীখু, কিতাবু 'ইলম আল-আদাব, (বৈরূত: মাতাবা'আতু আল-আবা' আল-য়াস্'ইয়্যীন, সং, ৩, ১৮৯০), পৃ.৭।

[18]মুহাম্মদ আবু যাহরা', আল-খিতাবা, উসুলুহা, তারীখুহা ফী আযাহারে 'উসুরিহা 'ইন্দা আল-'আরাব, পৃ. ১৯।

[19]ড. আহমাদ মুহাম্মদ আল-হুফী, ফান্নু আল-খিতাবা, (কায়রো: দারু নাহদাতি মিসর, সং ৪), পৃ. ৫: ড. আবদুল কুদ্দুস ও আহমাদ তাওফীক কুলায়ব, আল-বালাগা ওয়া আন-নাকদ, (রিয়াদ, জামি'আ আল-ইমাম মুহাম্মদ ইবন সা'উদ আল-ইসলামিয়্যা, সং ২, ১৪১২ হি.), পৃ. ১৭০।

[20]ড. নাকুলা ফায়্যাদ, আল-খিতাবা, (মিসর: ইদারাতু আল-হিলাল, ১৯৩০), পৃ. ৫।

[21]ড. 'আবদ আল-মুন'ইম খাফার্জী ও ড. সালাহ আল-দীন, আল-হায়াত আল-আদাবিয়্যা ফী 'আসরায় আল-জাহিলিয়্যা ওয়া আল-ইসলাম, (কায়রো: মাকতাবা আল-কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়া), পৃ. ৬৪; ড. শাওকী হামাদা, আল-খিতাবা (মদীনা: আল-জামি'আ আল-ইসলামিয়্যা, ১৩৯৮হি.), পৃ. ৬।

[22]ইবন আবিল হাদীদ, শারহু নাহজিল বালাগা, খ. ৩, পৃ. ৪৭০; ড. 'আব্দুল জালীল আবদুহু শালবী, আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ-আল-খাতীব (কুয়েত: মাতাবা'আতু আত-তাকাদ্দুম, সং ২. ১৯৮২), পৃ. ২৬৭।

[23]ইবন 'আব্দুল বার, আল-ইসতী'আব (হায়দ্রাবাদ: দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৩৩৬), খ. ১, পৃ. ৩৬৯।

[24]আল-খিতাবা ওয়া ই'দাদ আল-খাতীব, পৃ. ২৮৫।

[25]হিউ কেনেডি। দ্য প্রফেট অ্যান্ড দ্য এজ অব দ্য ক্যালিফেটস: দ্য ইসলামিক নিয়ার ইস্ট ফ্রম দ্য সিক্সথ টু দ্য ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি। লন্ডন: রাউটলেজ, যুক্তরাজ্য, ২০১৬।

[26]জেরাল্ড আর. হটিং। দ্য ফার্স্ট ডাইনাস্টি অব ইসলাম: দ্য উমাইয়াদ ক্যালিফেট A.D. 661–750 (লন্ডন: রাউটলেজ, যুক্তরাজ্য, ২০০০) ।

[27]মার্শাল জি. এস. হজসন। দ্য ভেঞ্চার অব ইসলাম, ভলিউম ১: দ্য ক্লাসিক্যাল এজ অব ইসলাম। (শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, যুক্তরাষ্ট্র, ১৯৭৪) ।

[28]প্যাট্রিসিয়া ক্রোন ও মার্টিন হিন্ডস। গড’ স ক্যালিফ: রিলিজিয়াস অথরিটি ইন দ্য ফার্স্ট সেঞ্চুরিজ অব ইসলাম (কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, যুক্তরাজ্য, ১৯৮৬) ।

[29]প্যাট্রিসিয়া ক্রোন, গড’ স খলিফা, ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে ধর্মীয় কর্তৃত্ব, (কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৬) ।